APR. 22 2002

ভোরের কাগজ

ছাত্রলীগের ৩ নেতাকে রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন না মঞ্জুর

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : কারান্তরীণ ছাত্রলীগের নবনির্বাচিত সভাপতি লিয়াকত শিকদার, সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবু এবং সহ-সভাপতি রফিকুল ইসলাম কোতয়ালের বিরুদ্ধে দায়ের করা হত্যা মামলায় উক্ত ৩ জনের রিমাণ্ডের আবেদন না মঞ্জুর করা হয়েছে।

ঢাকা মহানগর মুখ্য হাকিমের আদালতে গতকাল মামলার শুনানি শেষে আদালত পুলিশের রিমান্ডের আবেদন না মঞ্জুর করে। আগামী ২৯ এপ্রিল জজ কোর্টে মামলার পরবর্তী শুনানির তারিখ নির্ধারিত হয়েছে।

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

ছাত্রলীগের ৩ নেতাকে

● প্রথম পাতার পর

এদিকে কারান্তরীণ ৩ নেতার সঙ্গে কারা কর্তৃপক্ষের অমানবিক আচরণ এবং অনিয়মের অভিযোগ করেছে ছাত্রলীগ। সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ছাত্রলীগ নেতা মমিন পাটোয়ারী বলেন, আটক ৩ ছাত্র নেতাসহ অন্যান্য ছাত্রলীগ নেতাদের সঙ্গে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হচ্ছে না।

তিনি আরো বলেন, কারান্তরীণ ছাত্রলীগ সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং সহ-সভাপতির বিরুদ্ধে ডিটেনশন না থাকলেও তাদের পানিশমেন্ট সেলে রাখা হয়েছে। মারাত্মক অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও কারা মেডিকেল থেকে ছাত্রলীগ নেতাদের কোনো ওষুধপত্র দেওয়া হয় না বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

কারান্তরীণ ছাত্রলীগ সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং সহ-সভাপতি বলেছেন, চার্জশিটে নাম না থাকা সত্ত্বেও ৩টি হত্যা মামলায় তাদের আসামি করে সরকার ছাত্রলীগকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছে।

প্রসঙ্গত গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ধানমন্ডিস্থ সুধা সদনে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বাড়ি ফেরার পথে উক্ত ৩ ছাত্রলীগ নেতাসহ মোট ৯ জন ছাত্রলীগ নেতাকে গোয়েন্দা পুলিশ আটক করে। পরে তাদের এক মাসের আটকাদেশ দিয়ে কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়। পরবর্তী সময়ে হাইকোর্ট তাদের আটকাদেশ অবৈধ ঘোষণা করে তাদের মুক্তির নির্দেশ দিলেও পুলিশ ছাত্রলীগ নেতা লিয়াকত শিকদার, নজরুল ইসলাম বাবু, রফিক কোতয়ালকে তিনটি হত্যা মামলার আসামি দেখিয়ে তাদের পুনরায় আটক করে। আটক ৯ জনের মধ্যে পুলিশ ইতিমধ্যে মোস্তাক, লিটু, এবং মমিনকে মুক্তি দিয়েছে।